দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ কার্যকরীকরণ প্রসঙ্গে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৭ নং আইন) অনুযায়ী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কলেজ শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর আধুনিকীকরণ ও উন্নতি সাধন, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধিসহ কলেজের যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্তপূর্বক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ১৫ বছর পর উক্ত আইন কার্যকরী করা হয়নি। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি মাননীয় চ্যান্সেলর মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

১. উক্ত আইনের ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান একাডেমিক সংস্থা হবে একাডেমিক কাউন্সিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ডিন ও অধ্যাপকবৃন্দ পদাধিকার বলে এ কাউন্সিলের সদস্য থাকবেন। অথচ দুইজন ডিন ও সকল অধ্যাপকের (কমপক্ষে ২৯ জন) সদস্যপদ শূন্য রেখেই একাডেমিক কাউন্সিলের কার্যাদি পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং বিগত দিনে এ কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কোরাম অসম্পূর্ণতার কারণে বিধিবহির্ভূত।

২. উক্ত আইনের ২৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণিত তিনটি ইউনিট থাকার কথা :

ক. স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল
খ. স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র
গ. কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র

৩. উক্ত তিনটি ইউনিটের অধীনে নির্ধারিত ৬টি কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও ইউনিটগুলো প্রতিষ্ঠা ও কমিটি গঠন ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শিক্ষকদের পদোন্নতি ও প্রয়োজনীয়সংখ্যক নতুন শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ায় এ সংকট আরো ঘনীভূত হচ্ছে।

৪. উক্ত আইনের ৪১ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকপূর্ব ও স্নাতকোত্তর মাস্টার্স পাঠক্রমে ছাত্রভর্তির কথা থাকলেও দীর্ঘ ১৫ বছরে তা কার্যকর করা হয়নি। কতকগুলো বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি কোর্স চালু করা হলেও পরবর্তীতে তা সংকুচিত করে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার কোন অর্থ প্রদান করেন না। নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হওয়ায় শিক্ষকদের বেতন এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করা হচ্ছে।

৫. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট ও অন্যান্য কমিটিগুলোতে শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত না করায় দেশের শিক্ষার মানোন্নয়নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অবদান রাখতে পারছেন না। এতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কলেজ শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর আধুনিকীকরণ ও উন্নতিসাধন, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধিসহ কলেজের যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অবহেলিত হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন সিলেবাস ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ভুল ছাপা হচ্ছে ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের ৭৮ শতাংশ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার যথাযথ সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি শিক্ষিত জাতি গঠনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনিস্বীকার্য।

৬. তদুপরি গত ২৫/০৬/০৭ তারিখে একটি আদেশের (সংযুক্তি-৪) মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষকের চাকরি বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষগণের অধীনে ন্যস্তপূর্বক পদায়ন করা হয়। বিধিবহির্ভূত বিবেচিত হওয়ায় শিক্ষকদের দাবীর মুখে আদেশটি স্থগিত করা হলেও বাতিল করা হয়নি। উল্লেখ্য, নিয়োগপত্রের শর্তানুযায়ী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২, সংবিধি ও ভবিষ্যতে প্রণীতব্য অন্যান্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে, কলেজ শিক্ষকদের চাকরি ২ ধরনের। ক. সরকারী কলেজের শিক্ষকদের সরকারী কর্মকমিশনের সুপারিশক্রমে শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হয়। খ. বেসরকারী কলেজের শিক্ষদের গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরির প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন এবং এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ২(ট) ও ২(দ) ধারায় (সংযুক্তি-৫) পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিভুক্ত কলেজগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কোন পদ নেই। অনুরূপভাবে সরকারী কলেজের শিক্ষকদের বেসরকারী কলেজে ও বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের সরকারী কলেজে পাঠদানেরও কোন অবকাশ বা নজির আছে বলে মনে হয় না।

৭. উক্ত আইনের ৫২ নম্বর ধারা (সংযুক্তি-৬) অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ও এর কোন শিক্ষক/কর্মকর্তার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি শিক্ষক/কর্মকর্তার লিখিত অনুরোধক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক আপনার সমীপে সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হবে মর্মে উল্লেখ থাকায় এ ব্যাপারে আপনার সদয় সিদ্ধান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

এমতাবস্থায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি কলেজ প্রশাসনের অধীনে ন্যস্তপূর্বক পদায়নের বিধিবহির্ভূত আদেশ বাতিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৭ নং আইন) অনুযায়ী কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

–এম কোরবান আলী
গাজীপুরা, বোর্ড বাজার, গাজীপুর।